بنغالي

দালিলুল মুসলিম

دليل المسلم

مكتب الدعوة بحي الروض

ⓒ مكتب جاليات الروضة ، ١٤٢٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الديوان ، عبدالكريم

دليل المسلم / عبدالكريم الديوان . - الرياض ، ١٤٢٤هـ .

٧٠ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٨-٧-٩٢٥٩-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١- الإسلام - مبادىء عامة أ- العنوان

ديوي ٢١١ ١٤٢٤/٤٦٢٦

رقم الايداع ٤٦٢٦ / ١٤٢٤

ردمك: ٨-٧-٩٢٥٩-٩٩٦٠

দালিলুল মুসলিম

লেখক ঃ

আশশেখ আব্দুল করীম বিন আব্দুল মাজিদ আদদিওয়ান

সম্পাদনায় : রাওদাস্থ্ দাওয়া ও এরশাদ কার্যালয়

ভাষান্তরে ঃ

আব্দুল হাই, ইশতিয়াক আহমাদ , আফতাব উদ্দিন

প্রতিপাদ্যে ঃ

মোহাম্মাদ মতিউল ইসলাম বিন আলী আহমাদ

রাওদাস্থ্ দাওয়া ও এরশাদ কার্যালয়

পো . বক্স ঃ ৮৭২৯৯ রিয়াদ. ১১৬৪২ ফোন ঃ ৪৯২২৪২২

ফ্রাক্স : ৪৯৭০৫৬১

সকল প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য । সালাত ও সালাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর । অতঃপর ইসলামী আক্বীদাহ, ইবাদত ও মুয়ামালাত তথা ব্যবহারিক বিষয় সম্বলিত এই ছোট পুস্তিকাটি যাদের ইসলামি আরকান-আহকাম সম্পর্কে বিশেষ ধারনা বা জ্ঞান নেই সেই সব নও মুসলিম ভাইদের জন্য । জ্ঞাতব্য যে,এর মধ্যে ইসলামের সমস্ত বিষয় বর্নিত হয়নি বরং শুধুমাত্র ফরজ, আরকান ও ওয়াজিব সমুহের মৌলিক দিকগুলি আমি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ননা করেছি । সাধারণ সুন্নাত মুস্তহাব ও আদব সমূহ বর্ণিত হয়নি । কেননা মুস্তাহাবের তুলনায় ওয়াজিব সর্ম্পকে জ্ঞানার্জন করা বেশী জরুরী সেহেতু অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ন বিষয়সমুহ আলোচিত হয়েছে । এর পরও যারা আরো বেশী জানতে আগ্রহী তারা আলেমদের নিকট প্রশ্ন করে কিংবা তাঁদের সংকলিত পুস্তক পড়ে জানতে পারেন ।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট এই কামনা করি যে, তিনি যেন আমার এই সামান্য প্রচেষ্টাটুকু কবুল করেন ও আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তাওফিক দান করেন ।

লেখক ঃ

আবদুল করীম বিন আব্দুল মজীদ আদ্ -দিওয়ান

আল-আকিদাহ "বিশ্বাস"

আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামন্ডলি, আসমানি কিতাবসমূহ, রাসূলগন কিয়ামত দিবস ও ভগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ওয়াজীব ।

- আল ঈমান বিল্লাহ ঃ- আল্লার প্রতি বিশ্বাস ঃ আল্লাহ তা'য়ালার রুবুবিয়াতের প্রতি ঈমান আনা অর্থাৎ, মহান আল্লাহ পাক একমাত্র সৃষ্টিকর্তা,প্রতিপালক বিশ্বজাহানের অধিপতি ও সর্ব বিষয়ের তত্ত্বধায়ক এই কথার প্রতি বিশ্বাস করা । আল্লাহকে একক স্রষ্টা হিসাবে মেনে নেওয়া। এপ্রসংগে আল্লাহ বলেন ,

{هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ}

অর্থাৎ, "আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি ? যে তোমাদেরকে আসমান ও জমীন থেকে রিযিক দান করেন ? (সুরা আল - ফাতির ৩) শুধুমাত্র আল্লাহকেই আসমান ও যমীনের মালিক হিসাবে মেনে নেওয়া । আল্লাহ বলেন,

{وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}

অর্থাৎ, "আর এক মাত্র আল্লাহর জন্যই হল যমীনের বাদশাহী, আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশীল "। (আলে ইমরান ১৮৯)

কেবল মাত্র আল্লাহকেই যাবতীয় কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপক হিসেবে বিশ্বাস করা । আল্লাহ বলেন,

{قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ}

অর্থাৎ, "হে নবী তুমি জিজ্ঞেস কর, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রুজী দান করেন ? কিংবা কে তোমোদের কান ও চোখের মালিক ? তা ছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন ? এবং কেইবা মৃত্যুকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন ? এবং কে করেন যাবতীয় কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থা ? তখন তারা বলে উঠবে , আল্লাহ । তখন তুমি বলো, তার পরও কেন তোমরা ভয় করছ না? তাই এ আল্লাহ-ই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা । অতএব সত্য প্রকাশের পর গুমরাহী ছাড়া আর কি রয়েছে ? সুতরাং কোথায় ঘুরছ ? (**সুরা ইউনুছ ৩১-৩২**)

আল্লাহর উলুহিয়াতের প্রতি ঈমান ঃ
অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহ-ই প্রকৃত মাবুদ, তিনি ব্যতীত সকল মাবুদই বাতেল এবং একমাত্র আল্লাহ-ই সকল ইবাদত পাওয়ার অধিকারী, এ কথার প্রতি বিশ্বাস করা ।
মহান আল্লাহ বলেন ,
{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ}
অর্থাৎ, "ইহাই প্রমান করে যে, আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সবই মিথ্যা । আল্লাহ সর্বোচ্চ, সুমহান " (সুরা লোকমান – ৩০)
সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট যে কোন প্রকারের ইবাদত পেশ করবে, যেমন বিপদ মূহুর্তে উদ্ধারের জন্য সাহয্য তলব করা, মান্নত পেশ করা , জবেহ করা ইত্যাদি সে সরাসরি শির্কে পতিত হবে। অর্থাৎ, সে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করল । চাই সে উপাস্যগন আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতা হোক বা আল্লাহর প্রেরিত রাসুল হোক, অথবা কোন ওলি আওলিয়া হোক না কেন, সে শির্কে পতিত হবে । আর যে ব্যক্তি অনুরূপ শির্ক করবে আল্লাহ তাকে কোন দিন মাফ করবেন না এবং তার চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে জাহান্নাম ।

(তবে যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে তাহলে আল্লাহ মাফ করতে পারেন)

আল্লাহ বলেন ,

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا }

অর্থাৎ , " নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না , যে তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সদূর ভ্রান্তি তে পতিত হয় । (সুরা আন- নিসা , ১১৬)

আল্লাহর নাম ও সিফাত সমুহের প্রতি ঈমান :-

পবিত্র কুরআন ও সহী হাদীছে বর্ণিত আল্লাহর নাম ও সিফাতসমুহকে কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃস্য ব্যতীত বিশ্বাস করা । এরূপ না বলা যে, আল্লাহর সিফাতের ধরন এমন এমন ইত্যাদি । বরং এমন ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে , তাঁর সাদৃস্য কোন কিছুই নেই । আল্লাহ বলেন ,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}

অর্থাৎ, "আল্লাহর সাদৃশ্য কিছুই নেই এবং তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (সুরা আশ-শুরা, ১১)

আল্লাহর যত সিফাত বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে তার প্রতিটি দলিল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতে রয়েছে, আর এর উপরই এই উম্মতের সালফে সালেহীনগন আমল করেছেন ।

অতএব কোরআন সুন্নাহর দলিলের ভিত্তিতে আমরা আল্লাহর নাম ও সিফাতের প্রতি কোন প্রকার অবস্থা বর্ণনা, উপমা সাদৃশ্য, অপব্যাখ্যা, ও কোন কিছু অস্বীকার করা ব্যতীতই বিশ্বাস করব । আর আল্লাহ সয়ং তার যে সমস্ত সিফাত ও কর্ম সাব্যস্ত করেন নাই , আমরা ও তা সাব্যস্ত করব না এবং আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে বিষয় বর্ণনা করেন নাই বরং চুপ থেকেছেন আমরা ও সে বিষয়ে নিরাবতা অবলম্বন করব, সেই সাথে এও বিশ্বাস করব যে, মহান আল্লাহ তাঁর আরশে বিরাজমান থেকেই সমস্ত সৃষ্টির যাবতীয় অবস্থা অবগত রয়েছেন , তাদের কথা শোনেন ও যাবতীয় কর্ম অবলোকন করেন এ সমস্ত বিষয়ের তদারকি করেন । আর তিনি সমস্ত বিষয়ে ক্ষমতাবান ।

- আল ঈমান বিল মালাইকা, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস । ফেরেশতারা হচ্ছেন এক অদৃশ্য সৃষ্টি । সাধারনত তাঁদের রূপ দেখা যায়না । আমরা একথা বিশ্বাস করব যে , ফেরেশতাগন আল্লাহর সৃষ্টি । আল্লাহ বলেন ,

{بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ}

অর্থাৎ , "বরং ফেশেতাগন আল্লাহর সন্মানিত বান্দা । তারা আল্লাহর আগে বেড়ে কোন কথা বলেন না এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কাজ করে থাকেন" (আল আম্বিয়া ২৬ - ২৭)

আল্লাহ পাক তাঁদেরকে নুর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন । তাঁরা আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে নিয়োজিত রয়েছেন। তাদেরকে আল্লাহ বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন । তাদের কেউ বান্দার হেফাযতের দায়িত্ব পালন করছেন । কেউ বান্দার সার্বক্ষনিক আমল সমুহ লিখছেন আবার কেউ রুহ কবজের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন । এছাড়া তাঁরা আরো অনেক অনেক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছেন । আল্লাহ পাক তাদেরকে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে রেখেছেন , আমরা তাদেরকে দেখতে পাই না । কখনো কখনো আল্লাহ পাক কোন বান্দার নিকট তাদের রূপ প্রকাশ করে থাকেন ।

আল্লাহ তাদেরকে অনেক ক্ষমতার অধিকারী করেছেন । (গতি,শক্তি ও রূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে)

ফেরেশতাদের সংখ্যা অনেক বেশী যা গননার উর্ধ্বে । আল্লাহ পাক কতক ফেরেশতার নাম ও কাজের বর্ণনা দিয়েছেন যেমন ,

১ - জিবরিল (আঃ) রাসূলগনের নিকট ওহী পৌঁছানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন । আল্লাহ বলেন,

{قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ }

অর্থাৎ, " আপনি বলে দিন , যে ব্যক্তি জিবরাইলের শত্রু হয় এ কারণে যে, সে আল্লাহর আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন " (আল বাকারাহ , ৯৭)

২- মালেক, জাহান্নামের প্রহরী । এ ব্যপারে আল্লাহর বাণী ঃ

{وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ}

অর্থাৎ," তারা ডেকে বলবে,হে মালেক আপনার পালনকর্তা যেন আমাদেরকে ধ্বংস করে দেন । সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল এখানে অবস্থান করবে (সুরা যুখরুফ – ৭৭)

৩- মুনকার ও নাকীর :- এই দুই ফেরেশতা মৃত ব্যক্তির কবরে জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্বে নিয়োজিত ।

- আল ইমান বে কুতুবিল্লাহ :- আল্লাহর কিতাব সমুহের প্রতি বিশ্বাস । রাসুলগনের প্রতি আল্লাহর নাযেলকৃত সকল আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করা ।

শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর নাযেলকৃত পবিত্র কোরআনই হচেছ সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব এবং অতিতের আসমানী কিতাব সমুহের রহিত কারী । আল্লাহ বলেন ,

{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ }

অর্থাৎ , “আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ , যা পূর্ববর্তি গ্রন্থসমুহের সত্যায়ণকারী এবং সেগুলোর বিষয় বস্ত রক্ষনাবেক্ষনকারী (আল মায়েদা, ৪৮) কোরআন মজিদের পূর্ববতী কিতাবসমুহের মধ্যে বেশ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, সে জন্যই শুধুমাত্র কোরআন শরীফের অনুস্মরন করা অপরিহার্য কেননা; এর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটেনি এবং ঘটবেও না ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারিদের চক্রান্ত থেকে পবিত্র কোরআনের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ পাক সয়ং নিজেই গ্রহন করেছেন । আল্লাহ বলেন ,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}

অর্থাৎ, "আমি সয়ং এ উপদেশ বাণী অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক " । (সূরা আল হিজর, আয়াত ৯) যে ব্যক্তি এই প্রবিত্র কোরআনের সামান্যতম অংশকে অস্বীকার করবে, কিংবা কম বেশী ও পরিবর্তনের দাবী করবে সে কাফের । কুরআনুল কারিম আল্লাহর বানী তাঁর নিকট হতেই অবতারিত কিতাব, ইহা মাখলুক নয় ।

- আল ঈমান বি আম্বিয়াইল্লাহ ওয়া রুসুলিহি ।

আল্লাহর নবী ও রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস ।

আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে মাখলুকের নিকট রাসুল হিসাবে প্রেরণ করেছেন । আল্লাহ বলেন ,

{رُسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا }

অর্থাৎ, "সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসুলগনকে প্রেরন করেছি, যাতে রাসুলগনের পরে আল্লাহর প্রতি অভিযোগ আরোপ করার মত কোনরূপ অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল প্রজ্ঞাময় । (সূরা আন-নিসা , ১৬৫)

এও বিশ্বাস করা যে , সর্ব প্রথম নবী হলেন নুহ আলাইহি আস-সালাম ও সর্ব শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম ।

আল্লাহ বলেন ,

{إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ }

অর্থাৎ, " আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নুহের প্রতি এবং – সে সমস্ত নবী রাসুলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন "। (আন –নিসা, ১৬৩)

আল্লাহ আরো বলেন ,

{ما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}

অর্থাৎ, "মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসুল ও শেষ নবী । আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত " । (সুরা আল আহযাব – ৪০)

অতএব যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে নিজকে নবী বলে দাবী করবে কিংবা যে নবুয়াতের দাবী করবে বা যে ঐ ব্যক্তিকে সত্য বলে জানবে সে কাফের ; কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসাল্লাম ও মুসলমানদের এজমাকে অস্বিকার করে । নবী ও রাসুলগন সাধারণ মানুষের চাইতে উওম কিন্ত এর চাইতে অতিরঞ্জিত করে বেশী কিছু ধারণা করা কুফরী । সেই সাথে এও বিশ্বাস করা যে, সমস্ত রাসুলগনই মানুষ , রুবুবিয়াতের কোন গুনাবলী তাঁদের মধ্যে নেই। আল্লাহ পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া অসাল্লাম কে আদেশ সুচক বলেন ,

{قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ }

অর্থাৎ , " আপনি বলে দিন ,আমি আমার নিজের কল্যান ও অকল্যান সাধনের মালিক নই । কিন্ত আল্লাহ যা চান । (সুরা আল আরাফ –১৮৮)

আল্লাহ আরো বলেন,

{قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا }

অর্থাৎ, "বলুন আল্লাহ তা'য়ালার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবেনা এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাবনা " (সুরা আল জ্বিন – ২২)

আমরা আরও বিশ্বাস করব যে,আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নবুয়ত দ্বারা সমস্ত রেসালত সমাপ্ত করেছেন, তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না

এবং তাঁকে সকল মানুষের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন , বিশেষ কোন জাতির জন্য নয় । আল্লাহ বলেন,

{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا }

অর্থাৎ, "বলে দাও, হে মানব মন্ডলি তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল" । (আল আরাফ ১৫৮)

আল্লাহ পাক একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন কবুল করবেন না । আল্লাহ বলেন ,

{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِـــرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

অর্থাৎ, "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে কস্মিনকালেও তা গ্রহন করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত " (আল ইমরান, ৮৫) সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের আনুগত্য করবে সে কাফের । রাসুল হিসাবে শুধুমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে মেনে নিতে হবে ।

- আল ঈমান বিল ইয়াওমিল আখিরি ঃ

কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস ,

আমরা এও বিশ্বস করবে যে, এই পার্থিব জগত একবার ধ্বংশ হয়ে যাবে । এর কোনই অস্তিত্ব থাকবে না । আল্লাহ বলেন ,

{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ}

অর্থাৎ , " ভূপৃষ্টের সব কিছুই ধ্বংসশীল , একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালন কর্তার সত্তা ছাড়া " । (সুরা রাহমান ২৬ - ২৭)

কবরের শাস্তি ও শান্তির প্রতি বিশ্বাস :-

কবর হচ্ছে পরকালীন জীবনের প্রথম ধাপ,আর ফিতনাতুল কবর হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে নিজের রব দ্বীন ও নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা । এও বিশ্বাস করতে হবে যে, মুমিনদের জন্য কবরে নিয়ামতমরাজী রয়েছে ও যালেমদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ আযাব ।

পুনূরুউত্থান দিবসের প্রতি বিশ্বাস । আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন হিসাব নিকাশের জন্য মানুষকে স্ব স্ব কবর থেকে জীবিত করে উঠাবেন । সৎ কর্মশীলদের সৎ আমলের বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে চির শান্তিময় স্থান জান্নাত দান করবেন । আর অসৎ কর্মশীলদেরকে চরম বেদনাদায়ক স্থান জাহান্নামে পাঠাবেন । আল্লাহ বলেন,

{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ }

অর্থাৎ, "আর শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে , ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে । তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন সে বেহুঁশ হবেনা, অতঃপর আবার শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে তৎক্ষনাত তারা দন্ডয়মান হয়ে দেখতে থাকবে "। (আয যুমার ৬৮)

কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিছু কিছু ছোট বড় আলামত বা নিদর্শন দেখা যাবে । সেই দিন ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীছে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার উপর ঈমান আনতে হবে ।

- আল– ঈমান বিল কাদর:-তাকদীরে বিশ্বাস । অর্থাৎ ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি ঈমান ।

ইহা আল্লাহর নির্ধারিত বিষয় যা তাঁর অবগতির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এটা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত যেমন ,

১ - কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা সে বিষয়ে জ্ঞাত থাকেন ।

২ - এবং ঐ বিষয়টি আল্লাহর নিকট লওহে মাফুজে লেখা বা সংরক্ষিত রয়েছে ।

৩ - আল্লাহ যা চান তাই করেন ,যা চান না তা হয় না, আর তার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না এবং তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান ।

৪ - আল্লাহ তা'য়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা । তিনি নিজ ইচ্ছাঅনুযায়ী সব কিছু করে থাকেন ।

আক্বীদাহ্ সংক্রান্ত আরো কতগুলি জরুরী বিষয় ঃ

আমরা এ কথা বিশ্বাস করব যে ,একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই গায়েব জানেন না ।

যে ব্যক্তি নক্ষত্রবিদ ও কোন জ্যোতিষিকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে সে কুফরীতে নিমর্জিত হবে । ভাগ্য গননার জন্য তাদের নিকট যাওয়া আসা ,কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত ।

যে সমস্ত বিষয়ে সহীহ দলিল প্রমান আছে তা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাবাররক হাসিল করা জায়েজ নয় ।

পবিত্র কুরআন সমর্থিত অছীলাহ্ ঃ এমন কিছু শরীয়ত সম্মত বিষয় রয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায় একে (আত্ তাওস্সুল আল্মাশরু) বা শরীয়ত সম্মত ওছীলাহ্ বলে ঃ এর তিনটি পর্যায় রয়েছে ।

তন্মধ্যে এক ঃ আল্লাহর নাম ও সিফাতের মাধ্যমে তাঁর নিকট ওছীল্াহ কামনা করা যেমন, কোন ব্যক্তি তার দোয়ার মাধ্যে বলে , يَا حيُّ يا قَيُّوْمُ بِكَ أَسْتَغِيْثُ
অর্থাৎ, "হে চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক আমি তোমার নিকট বিপদে সাহায্য কামনা করছি" ।

দুইঃ নিজের আমালে সালেহ্ বা নেক আমল দ্বারা আল্লাহর নিকট ওছীলাহ্ কামনা করা যেমন, কোন ব্যক্তি তার পিতা মাতার সহিত ভালো ব্যবহার করে বা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখে অথবা অনুরুপ কোন নেক আমল আল্লাহর নিকট তুলে ধরে বলে,হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও আমাকে রুজী দান কর ইত্যাদি ।

তিনঃ কোন সৎ-পরহেজগার জীবিত ব্যক্তির দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট কিছু কামনা করা । অর্থাৎ,জীবিত সৎ পরহেজগার ব্যক্তিকে বলবে যে ,আমার জন্য দোয়া করুন ।

আত্ তাওয়াস্সুল আল বিদয়ী ঃ- বা বিদাতী অছীলাহ, শরীয়তে নিষিদ্ধ বিষয়াদির মাধ্যমে আল্লাহর নিকট অছীলাহ্ তলব করা । যেমন, নবী রাসূল ও সৎ ব্যক্তিদের জাত ও সত্তার মাধ্যমে , অথবা তাদের মান - সম্মান ও হকের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট অছীলাহ্ কামনা করা শরীয়তে নিষিদ্ধ । যেমন, এরূপ বলা যে , হে আল্লাহ আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আত্বমর্যদার মাধ্যমে তোমার নিকট অমুক জিনিস চাই, অথবা

তোমার অমুক ওয়ালির হকের মাধ্যমে চাই যে,তুমি আমাকে মাফ কর, আমার বিপদ দুর কর এ ধরনের কথা বলা শরীয়তে নিষিদ্ধ ।

আত্তাওয়াস্‌সুল আশ্‌ শিরকী ঃ শিরকী অছীলা হচ্ছে যে ,দোয়া ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও নিজের মাঝে অন্য কোন মৃত ব্যক্তিকে মাধ্যম বানানো এবং তাদের নিকট প্রয়োজন মেটানোর ফরিয়াদ করা , অথবা তাদের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করা ।

পবিত্র কুরআন ও সহীহ্‌ হাদীসে যে ব্যক্তির জান্নাতি কিংবা জাহান্নামি হওয়ার বিষয়টি দলিল দ্বারা প্রমানিত হয়েছে , শুধু মাত্র ঐ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন মুসলমানকে নিদিষ্ট করে জান্নাতি বা জাহান্নামী বলা জায়েজ নয় । সরাসরি কুফর ও শির্ক ছাড়া কবীরা গুনাহর কারনে কোন ব্যক্তি ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না । তবে এই কবীরাহ গুনাহ করার জন্য দুনিয়াতে তার ঈমানের কমতি হয়ে থাকে এবং পরকালে সে আল্লাহর ইচ্ছার অধিনে থাকবে , তিনি ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করে ও দিতে পারেন ।

সকল সাহাবাগনই ন্যায়পরায়ন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরে তাঁরাই এই উম্মতের শ্রেষ্ট ব্যক্তি । তাঁদেরকে মহববত করা দ্বীন ও ঈমানের অংশ । তাঁরা যে প্রশংসার অধীকারী তার চাইতে তাদের ব্যপারে অতিরঞ্জিত করে কিছু বলব না । তাঁদের মধ্যে সর্বস্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর (রাঃ) অতঃপর ওমর,অতঃপর ওসমান তারপর আলী (রাঃ) অনুরূপভাবে

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের বংশধর ও আহলে বাইতকে মহববত করা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনিত বিষয়সমুহের কোন একটির সাথেও যদি কেউ বিদ্রুপ কিংবা তিরস্কার করে বা আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাকে গালি দেয় তা হলে সে কাফের হয়ে যাবে ।

যাদু করা ও তদনুযায়ী আমল করা এবং যাদুর মাধ্যমে খেদমত নেওয়া ও কুফরী ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ – আল্ ইবাদাত ।

১ - পবিত্রতা ঃ

পবিত্রতা শামিল করে ঃ

ক) - পায়খানা, প্রস্রাব ও রক্ত - এধরনের সকল প্রকার অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যাতে করে নামাযি ব্যক্তির শরীর, যে স্থানে নামায আদায় করবে সে স্থান, যে কাপড় সে পরিধান করে সে কাপড় ইত্যাদি সবকিছু অপরিহার্য্য ভাবে পবিত্র হওয়া চাই ।

খ) সকল অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন করা । (তা দুই প্রকার)

এক ঃ ওজু ভঙ্গকারী ছোট ধরনের অপবিত্রতা যেমন , প্রশ্রাব পায়খানা , বায়ু নির্গত হওয়া ইত্যাদি ।

দুই ঃ বড় অপবিত্রতা । যেমন, বির্যস্খলন, হায়েজ ও নিফাস ইত্যাদি যে সমস্ত অপবিত্রতা গোসল ফরজ করে দেয় ।

আল্অযু ঃ –

হাদাসে আসগার থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যেমন,পেশাব পায়খানা, বায়ু নির্গত হওয়া,গভীর নিদ্রা ও উটের গোস্ত খাওয়া । (এগুলি হচ্ছে হাদাসে আসগার আর এ থেকে অযুর মাধ্যমে পবিত্র হওয়া প্রয়োজন)

অযুর বিবরণ

মনে মনে অযুর সংকল্প করা । মুখে উচ্চারণের প্রয়োজন নেই । (কেননা হাদিছে অনুরূপ বর্নিত হয়নি) বিস্‌মিল্লাহ বলে হাতের কব্জিদ্বয় তিনবার ধৌত করা । তিনবার করে কুলি ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া অঃতপর মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করা ।

মুখমন্ডলের সীমা ঃ- এক কান হতে আরেক কান পর্যন্ত এবং মাথার চুল গজানোর স্থান থেকে থুঁতির নিচ পর্যন্ত ।

অতঃপর দুই হাতের আঙ্গুল থেকে কনুই পর্যন্ত তিন বার ধৌত করা প্রথমে ডান হাত এর পর বাম হাত ।

ভেজা হাত দ্বারা সম্পুর্ন মাথা এক বার মাছেহ করা । মাথার সামনের অংশ থেকে শুরু করে পিচনের শেষ অংশ পর্যন্ত

হাত নিয়ে যাওয়া অতঃপর পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে আনা এবং দুই কান এক বার মাসেহ করা ।

দুই পায়ের আঙ্গুল থেকে গিট পর্যন্ত ধৌত করা । প্রথমে ডান পা পরে বাম পা ।

আল্‌গাসলু-ঃ

হাদাসে আকবার থেকে গোসল দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব। হাদাসে আকবর হচ্ছে জানাবাত,হায়েয, নেফাস, অর্থাৎ মেয়েদের ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব এবং বির্যস্খলন ইত্যাদি থেকে পবিত্রতা অর্জন করা ।

গোসলের বিবরন

১. মুখে উচ্চারণ ব্যতীত মনে মনে নিয়াত বা সংকল্প করা ।
২. অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে পূর্ন ভাবে অযু করা ।
৩. মাথায় তিনবার পানি দেওয়া, যাতে চুলের গোড়া ভিজে যায় ।
৪. অতঃপর সমস্ত শরীর ধৌত করা ।

আত্ তায়াম্মুম ঃ–

পানি না পেলে কিংবা ব্যবহারে কষ্ট বৃদ্ধির সম্ভবনা থাকলে অযু ও গোসলের পরিবর্তে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার নাম তায়াম্মুম ।

তায়াম্মুরে বিবরন ঃ

মনে মনে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা (অযু ও গোসলের ন্যায়) অতঃপর দুই হাত মাটিতে কিংবা দেওয়ালে অথবা অনুরুপ কোন জায়গায় যেখানে মাটি জাতীয় কিছু থাকে একবার স্পর্স করতঃ হস্তদ্বয় দ্বারা মুখ মন্ডল মাসহে করা অতঃপর এক কব্জি দ্বারা অপর কব্জির উপর মাসহে করা ।

আল হায়েয ঃ– মাসিক বা ঋতুস্রাব ।

যৌবন প্রাপ্তা মহিলাদের নিদিষ্ট সময়ে নিঃসৃত রক্ত ।

আন নেফাস বা সন্তান প্রসবের পর মহিলাদের যে রক্তস্রাব হয় ।

হায়েয ও নেফাস অবস্থায় নিসিদ্ধ বিষয়সমূহ ঃ

সহবাস ঃ–হায়েয ও নেফাস অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা জায়েজ নয় ।

হায়েয ও নেফাস অবস্থায় মেয়েদের নামাজ, রোজা ও বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করা বৈধ নয় । তবে পবিত্রতা অর্জনের পর কেবল মাত্র রোজার ক্বাজা আদায় করতে হবে । নামাজের ক্বাযা আদায় করতে হবে না । কুরআন শরীফ স্পর্শ ও তেলওয়াত না করা । মাসজিদে প্রবেশ না করা (ঋতুবতি মহিলার মসজিদে প্রবেশ জায়েজ নয়)

নামাজ বা সালাত ঃ

তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতির পর সালাত ইসলামের অন্যতম দ্বিতীয় রুকন । সম্পূর্ণরুপে নামাজ তরককারী কুফরীতে নিমর্জিত হবে ।

নামাজের শর্ত, রুকন ও ওয়াজিব সমূহ পরিপূর্ণভাবে আদায় না করলে কোন ব্যক্তির নামাজ শুদ্ধ হবে না । অনুরূপভাবে নামাজ বিনষ্টকারী বিষয় সমুহ হতে ও বিরত থাকা অপরিহার্য।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যে পদ্বতিতে নামাজ আদায় করেছেন ঠিক অনুরুপভাবে আদায় করলেই নামাজ সহী শুদ্ব হবে ।

সালাতের শর্ত সমূহ ঃ-

যে সমস্ত কার্যাবলীর মাধ্যমে সালতের প্রস্তুতি গ্রহন করা হয় তাকেই সালাতের শর্ত বলে । কোন প্রকার শারয়ী ওযর ব্যতীত শর্তসমূহ তরক করলে সালাত শুদ্ধ হবে না ।

শর্ত সমূহ ঃ-

১. হাদাসে আসগার (পেশাব ,পায়খানা ও বায়ু নির্গত হলে) তা হতে অযু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা ।

২. হাদাসে আকবার বড় অপবিত্রতা যেমন, বির্যস্খলন হায়েয বা ঋতুস্রাব ও নেফাস বা সন্তান প্রসবের পর রক্ত স্রাব) হতে গোসলের দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করা ।

৩. নামাযের নিদিষ্ট সময় হওয়া ঃ- নিদিষ্ট সময়ের পূর্বে সালাত আদায় করলে সঠিক হবেনা যেমন, জোহর নামাযের সময় শুরুর পূর্বে জোহর নামাজ আদায় করা । অনুরূপভাবে অন্যান্য নামাজ ।

৪. কেবলা মূখী হওয়া ঃ কেবলা মুখি না হয়ে নামাজ আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে না । (কেবলা হচ্ছে ক্বাবা)

৫. লজ্জাস্থান আবৃত করা ঃ লজ্জাস্থান খোলা রেখে নামাজ আদায় করলে নামায শুদ্ব হবে না । (পুরুষদের নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত করা , আর মহিলাদের মুখ মন্ডল ও দুই হাতের কব্জিদ্বয় ব্যতীত সমস্ত শরীর আবৃত করা)

৬. নিয়ত করা ঃ- যে নামাজের জন্য দণ্ডয়মান হয় সেই নামাজের আদায়ের জন্য মনে মনে সংকল্প করা (মুখে উচ্চারন বিদাআত)

সালাত আদায়ের বিবরণ ঃ-

১. নামাজের জন্য কেবলা মুখী হওয়া,অর্থাৎ,যে ব্যক্তি ফরজ কিংবা নফল নামাজ যেখানেই পড়ার ইচ্ছা করবে সেখানেই তাকে দেহ -মন সহ কেবলা মুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে । (দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা নামাজের রুকন সমুহের অন্তরভূক্ত যদি দাঁড়ানের ক্ষমতা থাকে ।

২. আল্লাহু আকবার বলে তাকবীরে তাহরিমা বলতে হবে, তাকবীরাতুল এহরাম নামাযের রুকন,আর এছাড়া নামাযের মধ্যে অন্যান্য তাকবীর সমুহ ওয়াজিব ।

৩. অতঃপর ডান হাত বাম হাতের উপরে দিয়ে সিনার উপর রাখবে ।

৪. অতঃপর সানা পাঠ করবে [১]

[১] অনুবাদকের সংযোগ ।

৫. সুরা ফাতেহা পাঠ করা এবং এ'সূরা পাঠ করা নামাযের ওয়াজিব সমূহের একটি ওয়াজিব । অতঃপর সহজ সাধ্য মত কুরআন শরীফ থেকে কিছু অংশ তেলয়াত করবে ।

৬. হস্তদ্বয় উভয় কাঁধ কিংবা কান পর্যন্ত উত্তোলন পূর্বক আল্লাহু আকবর বলে রুকু করবে । রুকু অবস্থায় মাথা ও পিঠ বরাবর থাকবে এবং হাতের আঙ্গুল উভয় হাঁটুতে রাখবে আর রুকুর মধ্যে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতে হবে । অতঃপর বলবে, (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ)

অর্থাৎ,"আমার প্রভু প্রবিত্র মহান" এই দোয়া তিন বার বলা উওম। রুকু করা সালাতের রুকন, আর উল্লেখিত দোয়া পাঠ করা ওয়াজিব ।

৭. দুই হাত কাঁধ বরাবর উত্তোলন পূর্বক বলবে,

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

এরপর রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে । চাই সে ব্যক্তি ইমাম হোক কিংবা একাকি হোক।

দাড়িয়ে থাকা কালিন অস্থায় (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) পাঠ করবে এবং এ'দুটো দোয়া পাঠ করা ওয়াজিব ।

৮. আল্লাহু আকবর বলে সাতটি অংগের (নাক সহ কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পা) উপর সিজদা করবে ।

সিজদায় (سُبْحَانَ رَبِّيْ الأَعْلَى) অর্থাৎ , "আমার প্রতিপালক পবিত্র ও সুউচ্চ"এই দোয়া তিনবার পাঠ করা উওম এবং তা পাঠ করা ওয়াজিব ।

৯. আল্লাহু আকবর,বলে সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বসবে এবং বসা অবস্থায় বলবে, (رَبِّ اغْفِرْلِيْ) এ দোয়া পাঠ করা ওয়াজিব এবং সিজদা থেকে উঠে বসা এবং এই বৈঠকে স্থিরতা অবলম্বন করা ও নামাজের রুকন ।

১০. আল্লাহু আকবর বলে দ্বিতীয় সিজদা করবে এবং প্রথম সেজদায় করনীয় কাজ গুলো দ্বিতীয় সিজদায় ও করতে হবে । (এরই মাধ্যমে এক রাকাত নামায পূর্ন হবে)

১১. অতঃপর দ্বিতীয় রাকায়াতের জন্য আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়াবে । ইহা নামাজের একটি রুকন এবং দ্বিতীয় রাকায়াতের কাজগুলি প্রথম রাকাআতের অনুরূপ করবে ।

১২. নামাজ যদি দুই রাকা'য়াত বিশিষ্ট হয় যেমন, (ফজর, জুম'য়া ও ঈদের নামাজ তাহলে দ্বিতীয় রাকায়াতের দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠে বসবে এবং তাসাহুদ পড়বে ।

"التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ "

১৩. অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) উপর সালাত ও সালাম পাঠ করবে ।

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ "

নামাযের শেষাংসে তাশাহুদের সাথে দরুদে ইবরাহিমী পড়া নামাজের রুকনের অন্তর্ভুক্ত । অতঃপর আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে ডানে ও বামে সালাম ফিরাবে । (সালাম দুটি নামাযের রুকুন)

১৪. আর যদি নামাজ তিন কিংবা চার রাকাত বিশিষ্ট হয়, যেমন, জোহর,আছর, মাগরিব ও এশা তাহলে আগে বর্নিত তাশাহুদ , বসা কালিন অবস্থায় পাঠ করবে । (এই বসা অবস্থায় তাশাহুদ পড়া নামাযের ওয়াজিব সমুহের অন্তর্ভুক্ত) যদি তিন রাক'য়াত বিশিষ্ট নামাজ হয় তা হলে আল্লাহু আকবার বলে দাড়িয়ে এক রাক'য়াত পুরো করবে অতঃপর তৃতীয় রাক'য়াতের পর তাশাহুদ পড়বে । আর যদি চার রাক'য়াত বিশিষ্ট হয়, তাহলে আরো দুই রাক'য়াত পূর্ন করে চতুর্থ রাক'য়াতের পর তাশাহুদ পাঠ করতঃ পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে ।

১৫. রুকুনসমূহের মধ্যে তারতীব বজায় রাখা । অর্থাৎ, (নামাজের মধ্যে এক রুকনকে অন্য রুকনের আগে না করা)

১৬. রুকুন সমুহের মধ্যে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা ও নামাজের রুকুন সমুহের অন্তরভূক্ত) অর্থাৎ , রুকনগুলো আদায়ের সময় তাড়াহুড়া না করা)

নামাজের মধ্যে বর্ণিত কোন রুকন আদায় করা ব্যতীত নামাজ শুদ্ধ হয় না । ইচ্ছাকৃত কিংবা ভূলবশতঃ ছেড়ে দিলে নামাজ বাতিল বা নষ্ট হয়ে যাবে । অনুরূপভাবে নামজে বর্নিত ওয়াজিব সমুহ ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে নামাজ বাতিল বা নষ্ট হয়ে যাবে । কিন্ত ভূলবশত ঃ যদি কোন ওয়াজিব

ছুটে যায় বা বাদ পড়ে তাহলে নামাজ শেষে দুইটি সিজদা দিয়ে নামাজ সুধরিয়ে নিবে । এই দুই সিজদাকে সিজদাতুস সাহু বলা হয় ।

নামাজ বিনষ্ট কারী বিষয় সমূহ ঃ-

১. ইচ্ছাকৃত ভাবে সালাতের কোন রুকন অথবা ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া ।
২. নামাযের মধ্যে ইচ্ছকৃত পানাহার করা ।
৩. নামাজে পঠিতব্য দোয়া কালাম ব্যতীত অন্য বাক্যালাপ করা ।
৪. বায়ু নির্গত হওয়া, অথবা এমন কিছু বের হওয়া যার ফলে ওযু ওয়াজিব হয়ে থাকে।
৫. বিনা প্রয়োজনে নামাজের মধ্যে অত্যাধিক নড়া চড়া করা ।
৬. সমস্ত শরীর কেবলা বিমুখ হওয়া ।
৭. নামাযের মধ্যে হাসা হাসি করা ।
৮. ইচ্ছাকৃত রুকু,সিজদা,কিয়াম অথবা বৈঠক বেশী করা ।

৯. ইমামের অগ্রগামী হওয়া (অর্থাৎ, ইমাম রুকুতে যাওয়ার আগেই রুকু করা,অনুরূপভাবে কোন কাজ ইমামের আগে করা ।

ফরজ নামাযের সময় ও রাকাতসমূহ

নামায	রাকাত সংখ্যা	সময়
ফজর	দুই রাকাত	সুবহে সাদেক থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত ।
জোহর	চার রাকাত	সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার পর থেকে শুরুকরে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া বরাবর হওয়া পর্যন্ত
আসর	চার রাকাত	প্রত্যেক বস্তুর ছায়া বরাবর হওয়ার পরথেকে দ্বিগুন হওয়া পর্যন্ত ।
মাগরিব	তিন রাকাত	সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিম আকাশের লালবর্ণ দূর হওয়া পর্যন্ত ।
এশা	চার রাকাত	পশ্চিম আকাশের লালবর্ণ দূর হওয়ার পর থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ।

সালাত ও তাহারাত সংক্রান্ত কতিপয় বিষয় ।

পুরুষদের জন্য জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। আযান ও একামাত পরুষদের জন্য ওয়াজিব ।

আযানের বাক্য সমুহ ঃ–

الله أكبر، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الصلاة ، حي على الصلاة

حي على الفلاح ، حي على الفلاح

الله أكبر، الله أكبر ، لا إله إلا الله

আল্লাহু আকবার ,আল্লাহু আকবার
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার
আশহাদু আন্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্
আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্
হাই য়্যা আলাস্‌সালাহ্
হাইয়্যা আলাস্‌সালাহ্
হাইয়্যা আলাল ফালাহ্
হাইয়্যা আলাল ফালাহ্
আল্লাহু আকবার , আল্লাহু আকবার
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্

দ্রষ্টব্যঃ- ফজর নামাযের আযানে, সর্বশেষে আল্লাহু আকবার বলার পূর্বেই আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান্নাওম দুই বার বলবে ।

পুরুষদের জন্য প্রত্যেক ফরজ নামাজে একামত দেয়া ।

একামতের বাক্য সমুহ ঃ-

الله أكبر، الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الصلاة ، حي على الفلاح

قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة

الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার
আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্
হাইয়্যা আলাস্‌সালাহ
হাইয়্যা আলাল ফালাহ্
কাদ কামাতিস সালাহ
কাদ কামাতিস সালাহ্
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার
লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ।

সালাতুল জুম'য়াহ্ ঃ-

জুমার নামাজ প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ওয়াজিব ।
আল্লাহ তায়া'লা বলেন ,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
لَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}

অর্থাৎ,"হে মুমিনগন ,জুময়ার দিনে যখন নামাজের আযান দেওয়া হয় , তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং বেচা কেনা বন্ধ কর" (সুরা আল জুম্য়াহ, ৯)

জুমার দিনে জোহরের পরিবর্তে ইমাম সাহেব দুই রাকাত নামাজ জামাতের সহিত আদায় করবেন । এই দিনে গোসল করা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং সময় শুরুর পূর্বেই মসজিদে গমন করা মুস্তাহাব, খুতবা চলাকালিন পরস্পর কথা বলাবলি জায়েজ নয় এবং জুমার দ্বিতীয় আযানের পর বেচা - কেনা হারাম ।

সালাতুল ঈদাইন ঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাজ । এ'নামায সুন্নাতে মুয়াক্কদাহ্ কোন কোন আলেম বলেন, পুরুষদের জন্য ওয়াজিব (আর মেয়েদের ঈদগাহে যাওয়া ওয়াজিব নয় তবে উওম)

ঈদের নামাজের জন্য গোসল করা, সুন্দর পোশাক পরিধান ও সুগন্ধি ব্যহার করা মুস্তাহাব, অনুরূপভাবে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দুই রাত্রি তাকবীর বলা মুস্তাহাব । সার্বিক ভাবে যে তাকবীর বলতে হবে তা ইমাম ঈদের মাঠে যাওয়া পর্যন্ত বলবে এবং নির্দিষ্ট তাকবীর ঈদুল আযহার চতুর্থ তারিখ পর্যন্ত (অর্থাৎ, তের তারিখ পর্যন্ত) প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর পড়বে ।

তাকবীরের বাক্য সমুহ ঃ–

আল্লাহু আকবার,আল্লাহু আকবার,লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ্ ।

আহকামুল জানায়েয, জানাযার নামাজের বিবরণ ঃ-

মৃত ব্যক্তির জন্য স্বরবে চিৎকার করে সুর ধরে কান্না কাটি করা হারাম; কেননা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, “মৃত ব্যক্তির জন্য নিয়াহ্া অর্থাৎ, সুর ধরে কান্না করলে তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে” তবে সাধারন কান্নায়, যদি সুধু মাত্র চোখ দিয়ে পানি ঝরায় তাতে কোন দোষ নেই ।

স্বামী ইন্তেকালের পর মেয়েরা চার মাস দশ দিনের বেশী শোক পালন করবে না ।

আল-এহ্দাদ বা শোক পালন করা ।

আর তা হচ্ছে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত বিধবাদের উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাড়ীর বাহির না যাওয়া, ভালো পোশাক, সুরমা, সুগন্ধি অথবা অনুরূপ কিছু দ্বারা সৌন্দর্য প্রকাশ না করা । স্বামীর ইন্তেকালে শোক পালন কালিন সময়ে ঐ মহিলার বিয়ে দেওয়া যাবেনা এমনকি বিয়ের প্রস্তাব ও করা যাবেনা ।

গোসলুল্ মাইয়েত ঃ-

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ।

ছোট হোক বা বড় হোক,নারী হোক বা পুরুষ হোক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়া ওয়াজিব ।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার বিবরন ঃ-

মৃত ব্যক্তির সমস্ত শরীরে পানি বয়ায়ে দেওয়া ।

মাইয়েতকে নামাজের অযুর ন্যায় অযু করানো মুস্তাহাব । অতঃপর তিন বার ধৌত করান ।

যদি কোন কারন বসতঃ গোসল দেওয়া সম্ভব না হয় তা হলে তায়াম্মুম করাবে ।

পুরুষ পুরুষকে গোসল দিবে আর মহিলা মহিলাকে গোসল দিবে, তবে স্বামী তার স্ত্রীকে ও স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দিতে পারবে ।

কাফন কার্য ঃ মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরানো ওয়াজিব ।

বস্ত্র বা পোষাক বা অনুরূপ কোন কাপড় দ্বারা মৃত ব্যক্তির সমস্ত শরীর আবৃত করার নামই হচ্ছে কাফন কার্য ।

পুরুষদের তিন ও মহিলাদের পাঁচ টুকরা কাপড় দ্বারা কাফন হওয়া মুস্তাহাব ।

আস্‌সালাতু আলাল মাইয়েত বা জানাযার নামাজ ঃ-

মৃত ব্যক্তির জন্য সালাত ওয়াজিব । তবে সকল মুসলমাদের উপর ওয়াজিব নয়, বরং কতক মুসলমান হাজির হলেই যথেষ্ট হবে ।

ফরজ নামাজের শর্তের মতই জানাযার নামাজের শর্ত ।

জানাযার নামাজের বিবরন ।

মৃত লাশটি কেবলা মুখী করে রাখতে হবে । (লাশটি যদি পুরুষ হয় তা হলে ইমাম সাহেব তার মাথা বরাবর দাড়াবেন মহিলা হলে মাঝামাঝি স্থানে দাড়াবেন) সাধারন মানুষ ইমামের পিছনে তিন বা ততোধিক কাতার বদ্ধ হয়ে দাড়াবেন । যদি এক ব্যক্তি উপস্থিত হয় তাহলে সে একাকী নামাজে জানাজা আদায় করবে । অতঃপর চার তাকবীর দিবে । প্রথম তাকবীরের পর সুরা ফাতেহা মনে মনে চুপিসারে পাঠ করবে দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরুদে ইব্রাহিমী পড়বে তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দেওয়া করবে । অতঃপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে আর কিছুই না পড়ে ডান দিকে এক সালামের মাধ্যমে শেষ করবে ।

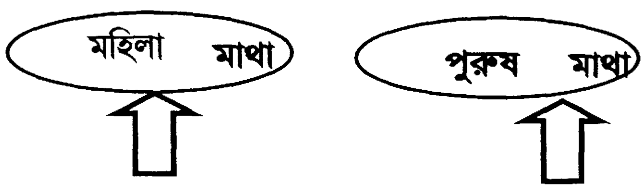

দাফন কার্য ঃ

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ওয়াজিব । মৃত লাশটিকে সম্পর্নরূপে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার নাম দাফন (একেই কবর বলা হয়ে থাকে । মৃত লাশটিকে কবরে ডান কাতে কেবলা মুখী করে রাখতে হয় এবং এই সময় নিম্ম বর্নিত বিষয় সমুহ অতিব গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখা দরকার ঃ-

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের নির্দেশ অনুযায়ী কবরকে যমীন বরাবর করা, বেশী উঁচু না করা তবে এক বিঘত পরিমান উঁচু করা মুস্তাহাব বলে সকল ওলামা সাব্যস্ত করেছেন । পাথর দিয়ে কবর বাঁধানো ও উহার উপর ঘর নির্মান হারাম;কেননা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) অনুরূপ করতে নিষেধ করেছেন ।

কবরের উপর মসজিদ নির্মান করা হারাম ।

লাশ কিংবা কাফন চুরির উদ্দেশ্যে কবরের মুখ উম্মুক্ত করা, বা কবর উল্টিয়ে ফেলা হারাম ।

কবরের উপর বসাও নিষেধ ।

রোযা

রোযা বলা হয় সোবহি সাদিক থেকে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত এবাদতের উদ্দেশ্যে যাবতীয় পানাহার ও (স্ত্রীসহবাস ও

বীর্যস্খলন) থেকে বিরত থাকা। রোযা প্রতি বৎসর রমযান মাসে ফরজ হয় এবং বৎসরের অন্যান্য দিনে রোজা রাখা নফল। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

অর্থাৎ, "রমজান মাসই হলো সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন,যা মানুষের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশক আর ন্যায় অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধান কারী,কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এমাসটি পাবে সে এ মাসের রোজা রাখবে । আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গননা পূরণ করবে । আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না । যাতে তোমরা গননা পরিপূর্ণ কর এবং তোমাদেরকে যে হেদায়েত দান করা হয়েছে এজন্য তোমরা আল্লাহর

মহত্ব বর্ণনা কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর" (সূরা আল বাকারাহ , ১৮৫)

এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

" بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ ، شَــهَادَةَ أَنَّ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ "

অর্থাৎ, ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর ঃ

১. সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল ।

২. নামাজ কায়েম করা ।

৩. যাকাত আদায় করা ।

৪. আল্লাহর ঘরে হজ্ব করা ।

৫. রমযানে রোযা পালন করা । (বোখারী ও মুসলীম)

প্রত্যেক মুসলমানের উপর রোযা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সমুহ

- প্রত্যেক ব্যক্তির (মুসলমান নর- নারীকে) বিবেক সম্পন্ন হতে হবে।
- বালেগ হতে হবে ।

- মেয়েদের হায়েজ ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া ।

রোযা বিনষ্ট কারী বিষয় সমূহ ঃ

পানাহার, স্ত্রীসহবাস এবং উত্তেজনা সহকারে বীর্য বাহির হওয়া। (তবে রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে রোযা নষ্ট হবে না)। কোন তরল পদার্থ বা ঐ জাতিয় কোন বস্তু শরীরে প্রবেশ করালে এবং মেয়েদের ঋতু স্রাব ও সন্তান প্রসবের পর নেফাস শুরু হলে । রোযা ভঙ্গের নিয়ত করে কোন কিছু না খেলেও রোজা ভেঙ্গে যাবে । আর যদি কেউ ভূলক্রমে কোন কিছু খায় বা পান করে এ কারনে রোজা ভঙ্গ হবেনা ।

মুসাফির অবস্থায় রোযা না রাখা বৈধ এবং তা রমযানের পরে আদায় করে নিবে ।(৪৮ মাইল দুরত্বের পথ সফর করলে নামাজ কসর করে পড়া বৈধ) অনুরূপ ভাবে অসুস্থ ব্যক্তি যে রোযা রাখতে অক্ষম, অথবা রোযা রাখলে বড় ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা থাকে তা হলে সে রোযা না রেখে রমজানের পরে আদায় করে নিবে । অনুরূপ ভাবে গর্ভবতী মহিলা বা স্তন্যদানকারীনি রোযা রাখার কারণে যদি মারা যাওয়ার ভয় করে, অথবা সন্তানের ক্ষতি বা মারা যাওয়ার আশংকা করে তা হলে রোযা না রেখে পরে আদায় করে নিবে ।

বৃদ্ধ পুরুষ ও নারী যদি বার্ধক্য জনিত কারনে রোযা রাখার শক্তি না রাখে তা হলে রোযা ভঙ্গঁ করবে এবং তারা প্রতিটি রোজার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাবার দান করবে অথবা (৭৫০ গ্রামের মত) খাদ্য সাদকা করবে ।

যাকাত

৪। যাকাত ইসলামের তৃতীয় বুনিয়াদ এবং কোরআনে নামাজের সাথে বর্নিত একটি বিষয় । যাকাত হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ হিকমতের কারণে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দ্ধারিত ব্যক্তি বা সম্প্রদায়র জন্য নির্দিষ্ট সম্পদে অবশ্য পালনীয় হক । আল্লাহ তায়ালা যাকাত আদায়ের গুরুত্ব সর্ম্পকে বলেন,

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

অর্থাৎ, "তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি তাদেরকে এর মাধ্যমে পবিত্র ও পরিছন্ন করতে পার" । (সুরা আত তাওবাহ ১০৩)

রাসূল "সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি বিষয়ের উপর রাখা হয়েছে ।

১. সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল ।

২. নামাজ কায়েম করা ।

৩. যাকাত আদায় করা ।

৪. আল্লাহর ঘরে হজ্ব করা ।

৫. রমজানের রোযা রাখা (বোখারী ও মুসলমি)

যাকাত দানকরা গ্রহিতার প্রতি নিছক কোন অনুগ্রহ নয় । বরং এটা তার প্রাপ্য অধিকার এব্ং ইহা মালের ও ইবাদত, আল্লাহ যাকাত ওয়াজিব করেছেন দুঃখি, দরিদ্রের অভাব মেঠানো ও দুঃখ কষ্ট দুর করার জন্য । আর এই যাকাত দ্বারা পাপ মাফ হয় ও বালা মুছিবত দূর হয় । সর্বপরি যাকাত মানুষের মনে শান্তি ও স্থীতিশীলতা প্রতিষ্ঠার একটি শক্ত মাধ্যম ।

যে সকল মালের যাকাত ওয়াজিব তা চার প্রকার ।

১. জমিতে উৎপাদিত ফসল। তবে শাক-সবজি ও ফলমূলের যাকাত দেয়া লাগবে না ।

২. চতুস্পদ জন্তু (উট, গরু, ছাগল)

৩. স্বর্ণ ও রৌপ্যে। এতদ ব্যতীত অন্য কোন মূল্যবান পাথর মণি মুক্তা ইত্যাদির যাকাত লাগবে না ।

৪. ব্যবসা সামগ্রী যা ব্যবসার জন্য নিয়োজিতসামগ্রী। এছাড়া যেসব জিনিস ব্যবহার করা হয়, যেমন কার্পেট ঘর গাড়ী ও অন্যান্য আসবাবপত্রের যাকাত লাগবে না । উল্লেখিত মালের নেছাব পূর্ণ হলেই শুধু যাকাত লাগবে ।

মাল নেছাব পরিমাণ হলে শুধুমাত্র যাকাত আদায় করতে হবে । আর এই পরিমাণ মালের ভিন্নতার কারণে ভিন্নতর হবে নিন্মে একটি ছক দেওয়া হল ।

১ - জমিতে উৎপাদিত ফসল ঃ-

প্রকার	সম্পদের পরিমাণ	যাকাতের পরিমাণ
শষ্যদানা এবং ফলমুল যখন পাকবে যেমন, গম, যব, ধান, খেজুর, আঙ্গুর ইত্যাদি ।	পাঁচ ওসাক বা ততোধিক হলে । এক ওসাক সমান ৬০ 'সা' এবং এক 'সা' সমান প্রায় তিন কেজি । [১]	উক্ত প্রকারের ফসলাদি যদি বৃষ্টি ও ঝরনার পানি দ্বারা হয় তা হলে উক্ত জমির উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে । আর যদি সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদিত হয় তা হলে উক্ত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে ।

[১] অর্থাৎ , শষ্যের পরিমাণ প্রায় ৯০০ নয়শত কিলো গ্রামের মত হলে ।

খনিজ সম্পদ

প্রকার	সম্পদের পরিমাণ	যাকাতের পরিমাণ
খনিজ সম্পদ	যদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের সমপরিমাণ বা ততোধিক হয় ।	শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫০%) যাকাত আদায় করতে হবে ।

২ - চতুষ্পদ জন্তু

প্রকার	সম্পদের পরিমাণ	যাকাতের পরিমাণ
উট	৫ - ৯ টিতে	একটি ছাগল
	১০ - ১৪ টিতে	দুইটি ছাগল
	১৫ - ১৯ টিতে	তিনটি ছাগল
	২০ - ২৪ টিতে	চারটি ছাগল

প্রকার	সম্পদের পরিমান	যাকাতের পরিমান
গরু	৩০ - ৩৯ টিতে	এক বৎসর বয়সের একটি গরুর বাচ্চা
	৪০ - ৫৯ "	দুই বৎসর বয়সের একটি গরুর বাচ্চা,
	৬০ - ৬৯ "	দুইটি তাবিয়া (দুই বৎসর বয়সের দুটি গরুর বাচ্চা)
	৭০ - ৭৯ "	(একটি মুসিন্নাহ ও একটি তাবিয়াহ) অর্থাৎ তিন বৎসরের একটি গরু ও দুই বৎসর বয়সের একটি গরুর বাচ্চা ।

প্রকার	সম্পদের পরিমান	যাকাতের পরিমান
ছাগল	৪০ - ১২০ টিতে ১২১ - ২০০ " ২০১ - ৩৯৯ "	একটি ছাগল দুইটি ছাগল তিনটি ছাগল

৩ - মুদ্রা

প্রকার	সম্পদের পরিমান	যাকাতের পরিমান
স্বর্ণ	৮৫ গ্রাম হলে	শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫০%) যাকাত আদায় করতে হবে ।
রৌপ্য	৫৯৫ গ্রাম হলে	শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫০%) যাকাত আদায় করতে হবে ।

৪ - ব্যবসা সামগ্রী ঃ

প্রকার	সম্পদের পরিমান	যাকাতের পরিমান
ব্যবসা সামগ্রী	স্বর্ণ ও রৌপ্যের নেসাব । অর্থাৎ, ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ বা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য মূল্যের পরিমান হলে ।	শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫০%) যাকাত আদায় করতে হবে ।

কাগজের মুদ্রা বা টাকার পরিমাণ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্যের পরিমাণ অথবা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য মূল্যের পরিমাণ হলে ঐ টাকার উপর শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫০%) যাকাত আদায় করতে হবে ।

ব্যবসা সামগ্রী স্বর্ন রৌপ্যের সম মুল্যের হলে সতকরা আড়াই ভাগ (২.৫০%) যাকাত আদায় করতে হবে ।

উল্লেখিত সম্পদসমূহের উপর বৎসর পূর্ণ হলেই শুধুমাত্র যাকাত লাগবে,

১। তবে শষ্যের ও ফল মূলের যাকাত যখন তা কর্তন ও মাড়াই করা হবে তখন লাগবে ।

২ । ব্যবসা সামগ্রীর লভ্যাংশ আসল সম্পদের আওতায় থাকবে, তা ভিন্ন ভাবে হিসাব করার দরকার নেই এবং লভ্যাংশের উপর যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত ও আরোপিত হবে না ।

৩ । অনুরূপ ভাবে পশু শাবক তার আসল মালের আওতায় পড়বে । যদিও বছর পূর্ণ না হয় ।

যাকাত বন্টন (পদ্ধতি) খাত ঃ-

শুধুমাত্র আট শ্রেণীর লোক যাকাত পাওয়ার হকদার ।

১. ফকির ।
২. মিসকিন ।

৩. যাকাত আদায়কারী গন ।
৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য লোকদের মন জয়ের উদ্দেশ্যে।
৫. দাস মুক্তির জন্য ।
৬. কারো ঋণ পরিশোধ করার জন্য ।
৭. আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ, জিহাদের জন্য ।(জিহাদ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়)
৮. মুসাফিরদের জন্য।

যাকাতুল ফিতর ঃ-

মুসলমানগন ঈদুল ফিতরের রাতে অথবা ঈদ গাহে যাওয়ার পূর্বে দেশের প্রধান প্রধান খাদ্য হতে এক 'সা' পরিমাণ ফিতরা আদায় করে থাকেন । (আর বর্তমান ওজন হচ্ছে প্রায় তিন কেজির মত) দেশের ফকির মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করা হয় । মূলতঃ এটা রোজাদারের পবিত্রতা ও মিসকিনদের খাদ্য স্বরূপ ।

যবেহ বা কুরবানী ঃ-

কুরবানী বলা হয়,আল্লাহর নাম সহকারে হালাল জন্তুকে কন্ঠনালী ছেদন বা শিরাররগ কাটার মাধ্যমে যবেহ অথবা নহর করাকে কেননা হালাল জন্তু উপরোক্ত পন্থায় জবেহ

ব্যতীত খাওয়া বৈধ নয় । আর মাছ ও জারাদ (ফড়িং) যবেহ না করলে ও খাওয়া বৈধ । আল্লাহ বলেন ,

{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ }

অর্থাৎ, যে সব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না (আল্লাহর নামে যবেহ করা হয় না) সে গুলি থেকে ভক্ষণ করো না, এবং তা ভক্ষণ করা গুনাহ । (সূরা আল আনআম ১২১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলেন ঃ-

"ما انهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوا"

অর্থাৎ ,"যে জন্তুর রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে সে জন্তু ভক্ষণ কর " ।

হজ্ব

হজ্ব ইসলামের মৌলিক বুনিয়াদসমূহের একটি । সামর্থবান প্রত্যেক মুসলিম (বালেগ জ্ঞান সমপন্ন) নর-নারীর উপর হজ্ব ফরজ । যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে তার উপর জীবনে একবার ফরজ । আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }

অর্থাৎ, মানুষের উপর আল্লাহর ঘরে হজ্ব করা অপরিহার্য্য যে এ'পথে যাওয়ার সামর্থ রাখে ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম বলেন ,

"بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت"

অর্থাৎ, ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি বিষয়ের উপর রাখা হয়েছে ।

১. সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল ।
২. নামাজ কায়েম করা ।
৩. যাকাত আদায় করা ।
৪. রমযানে রোযা পালন করা ।
৫. আল্লাহর ঘরে হজ্ব করা ।--(বুখারী ও মুসলিম)

হজ্বের রুকনসমূহ ঃ-

১. ইহরাম বাঁধা ।
২. তাওয়াফ করা ।
৩. সাঈ করা ।
৪. আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ।

এই রুকন সমূহের কোন একটি যদি আদায় করা না হয় তাহলে হজ্ব হবে না এবং সে হজ্ব বাতিল বলে গণ্য হবে ।

ইহরামের অর্থঃ -

হজ্ব বা ওমরায় গমনেচ্ছু ব্যক্তি ইহরামের কাপড় পরিধান করে মিকাত অতিক্রম করার সময় বলবে, (আল্লাহুম্মা) "লাব্বায়ীকা হাজ্বান" (আল্লাহুম্মা লাব্বায়ীকা ওমরাতান) এই বাক্যগুলি আসলে অনুবাদকের কিতাবে নেই পোশাকের ক্ষেত্রে পুরুষ লোক সেলাইবিহিন দুইটি সাদা কাপড় পরিধান করবে ,আর মহিলাগন স্ব স্ব পোশাকে ইহরামের নিয়ত করবে ।

আত্- তাওয়াফ ঃ-

তাওয়াফের অর্থঃ-

হজ্বের উদ্দেশ্যে যিল হজ্ব মাসের ১০ তারিখে অথবা আইয়্যামে তাশরীকে (যিল হজ্ব মাসের ১১,১২,১৩ তারিখ) কা'বা ঘরে সাত চক্কর দেওয়া। সর্বপ্রকার পবিত্রতার সাথে এবং ধারাবাহিক ভাবে চক্কর দিতে হবে । তাওয়াফ শেষ না হওয়া অবধি মাঝ খানে বিরতি দেওয়া যাবে না । কাবাকে বাঁমে রেখে হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ আরম্ভ করতে হবে ।

সাঈ ঃ

হজ্বে বা ওমরার উদ্দেশ্যে সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তি জায়গায় সাত বার চক্কর দেওয়া বা আসা যাওয়াকে সাঈ বলে ।

সাঈ সাফা হতে মারওয়াতে গিয়ে শেষ হবে । আর সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত পৌঁছালে এক সাঈ হবে, আবার মারওয়া থেকে সাফা আসলে দুই সাঈ হবে, এভাবে সাতবার আসা যাওয়া করতে হবে ।

আরাফাত ময়দানে অবস্থান ঃ-

আরাফাতে অবস্থানের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া, যিল হজ্বের নয় তারিখ যোহরের পর থেকে দশ তারিখের ফজর পর্যন্ত সময়ে ওকুফ বা অবস্থান করতে হবে । অবস্থানের সুন্নাতি পদ্ধতি হল যিলহজ্বের নয় তারিখ সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আরাফাতে উপস্থিত থাকা । তবে যদি সামান্য সময়ের জন্য উপস্থিত থাকে তা হলে ও আদায় হয়ে যাবে ।

ওমরাহ ঃ

ওমরার উদ্দেশ্যে মিকাত থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কায় গিয়ে আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ ও সাঈ-করা অতঃপর মাথা নেড়ে অথবা চুল ছোট করার মাধ্যমে হালাল হওয়াকে ওমরা বলে ।

হজ্বের বিবরণ ঃ-

(তামাত্তু হজ্ব ঃ)

১। হজ্বের মাসসমূহে (শাওয়াল,জিলকাদ ও জিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০দিন) মিকাত হতে ইহরাম বাঁধার সময় মুখে বলতে হবে, 'আল্লাহুম্মা লাব্বায়ীকা ওমরাতান'

২। অতঃপর মক্কায় পৌঁছে কা'বা শরীফে সাত চক্কর দিবে (তাওয়াফ করবে)

৩। সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সাত বার সাঈ করবে

৪। এবং চুল ছোট করে ছেঁটে হালাল হবে (তবে মাথা নেড়ে করা উত্তম) এবং ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করবে এভাবে ওমরা পূর্ন হবে । এরপর ইহরাম অবস্থায় যা কিছু নিষেধ ছিল তা করা বৈধ হয়ে যাবে ।

৫। অতঃপর ৮ই জিলহজ্ব স্বীয় অবস্থান হতে হজ্বের নিয়ত করে বলবে, "আল্লাহুম্মা লাব্বায়ীকা হাজ্বান " নয় তারিখ সকালে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে ও সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে ।

৬। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মুযদালাফার দিকে রওনা হবে ,

৭। মুযদালাফায় রাত্রি যাপন করে ফজরের পর মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবে ।

৮। মিনায় পৌঁছে জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করবে

৯। পুরুষরা মাথা নেড়ে করবে আর মেয়েরা আঙ্গুলের এক গিরা পরিমাণ চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাবে ।

১০। অতঃপর কোরবানী করবে তবে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত বিলম্ব করতে হবে ।

১১। এবং মক্কায় গিয়ে হজ্বের তাওয়াফ ও সাঈ করবে ।

১২। অতঃপর ১১,১২,১৩ তারিখ মিনায় রাত্রি যাপন করবে যদি কেউ শুধু ১১,১২ তারিখ মিনায় অবস্থান করে চলে আসতে চায় তা হলে আসতে পারবে ।

১৩। মিনায় অবস্থানকালে প্রতিদিন সূর্য ঢলে পড়ার পর তিনটি জামারাতেই পাথর মারতে হবে ।

১৪। হজ্ব শেষে মক্কা ত্যাগের প্রাক্কালে বিদায়ী তাওয়াফ করবে ।

(প্রকাশ থাকে যে, হজ্ব হচ্ছে তিন প্রকার। তামাত্তু, কেরান ও ইফরাদ । তিন প্রকারের যে কোন একটি আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে । তামাত্তু হজ্বের বিবরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে)

কেরান তামাত্তু'র চেয়ে একটু ভিন্ন, অর্থাৎ ক্বেরানকারী এক সাঈ ও এক তাওয়াফ করবে । মাঝখানে এহরাম খুলবে না, বরং ১০ তারিখ জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ

পর্যন্ত এহরাম অবস্থায় থাকবে এবং কংকর নিক্ষেপের পর মাথা ন্যাড়া অথবা চুল চোট করবে ।

ইফরাদঃ- এই প্রকার হজ্ব ও তামাত্তু'র চেয়ে একটু ভিন্ন, অর্থাৎ, ইফরাদকারী এক তাওয়াফ ও এক সাঈ করবে এবং ১০ তারিখে কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত এহরামাবস্থায় থাকবে । অতপর কংকর নিক্ষেপের পর মাথা ন্যাড়া অথবা চুল চোট করবে এবং তাকে কুরবানী দিতে হবে না ।

হজ্বের ওয়াজিব সমূহ ঃ

১. মিক্বাত হতে ইহরাম বাঁধা, মিকাত অতিক্রম করে ইহরাম বাঁধলে ওয়াজিব তরক হবে ।
২. সুর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করা । আর যদি কেউ রাত্রে আরাফায় সামান্য সময়ের জন্য অবস্থান করে তবে আরাফাতের অবস্থানের হুকুম আদায় হয়ে যাবে ।
৩. ১০ তারিখের রাত্রে মুযদালাফায় রাত্রি যাপন করা ।
৪. যিলহজ্বের ১০ তারিখে জামরাতুল আক্বাবায় পাথর নিক্ষেপ করা ।
৫. জামরাতুল আক্বাবায় পাথর নিক্ষেপ করে মাথা নেড়ে করা বা চুল ছোট করে কাটা ।
৬. ১১,১২,১৩ তারিখের দিনসমূহ সুর্য ঢলে পড়ার পর থেকে তিনটি জামরাতেই পাথর নিক্ষেপ করা ।

৭. ১১,১২,১৩ তারিখ অথবা ১১,১২, তারিখ মিনায় রাত যাপন করা ।

৮. বিদায়ী তাওয়াফ করা । মক্কা ত্যাগের পূর্বে কাবা ঘরের সাত তাওয়াফ করা ।

মন্তব্যঃ উল্লেখিত ওয়াজিব সমূহের কোন একটি বাদ পড়লে একটি দম দিতে হবে এবং এর গোস্ত মক্কার ফকির মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করতে হবে ।

ইহরাম অবস্থায় যা নিষিদ্ধ ঃ

১. সেলাই যুক্ত কাপড় পরিধান করা (পুরুষদের জন্য)
২. মাথা আবৃত করা (পুরুষদের জন্য)
৩. সুগন্ধি ব্যবহার করা ।
৪. মাথাও শরীরের চুল কর্তন করা
৫. নখ কর্তন করা ।
৬. চারণ ভূমিতে কোন শিকারি হত্যা করা ।
৭. সহবাসের পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ চুম্বন করা ইত্যাদি। (উত্তেজনা সহকারে চুম্বন করা)
৮. বিবাহ দেওয়া ও বিবাহ করা অথবা বিবাহের পয়গাম দেওয়া ।

৯. স্ত্রী সহবাস করা ।

মন্তব্য ঃ- মেয়েদের জন্য হাত মুজা ও নেকাব ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ।

ব্যবহারিক (লেনদেন)মু'য়ামালাত ।

১. এখানে কতগুলি হারাম লেন দেন সর্ম্পকে আলোক পাত করা হলো ।

- কোন কিছু নিজ মালিকানায় আসার পূর্বেই তা বিক্রি করা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় ।
- কোন ক্রেতাকে তার ক্রয় কৃত মাল এই মর্মে ফেরত দিতে বলা যে, এর চেয়ে উত্তম মাল তোমাকে আর ও কম দামে দেওয়া হবে,অথবা বিক্রেতাকে বলা যে, বর্তমান ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তিটি বাতিল কর আমি তোমার নিকট থেকে ঐ মালটি বেশী দামে ক্রয় করবো । এ ধরনের কাজ কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় ।
- কোন হারাম ও অপবিত্র বস্তু বিক্রয় করা বা ভাড়া দেওয়া বৈধ নয় । অথবা এমন জিনিষ বিক্রয় করা যা হারামের সহযোগী হয় এমন ব্যবসা ও বৈধ নয় । সুতরাং মদ,শূকর ও ঐ সমস্ত আঙ্গুর যার দ্বারা মদ তৈরী হয়, বিক্রি করা হারাম ।

- ধোকা সংক্রান্ত ব্যবসা জায়েজ নয় ঃ – অতএব পানিতে থাকা অবস্থায় মাছ, অথবা উড়ন্ত পাখি ও জন্তুর পেটের বাচ্চা, জন্মের পূর্বে এবং জন্তুর স্তনের দুধ দোহনের পূর্বে বিক্রি করা বৈধ নয় । (এসবের মধ্যে ধোকা নিহিত রয়েছে)
- এমন কিছু বিক্রি করা যা তার নিকটে নেই বা কোন কিছুর মালিক হওয়ার পূর্বেই তা বিক্রি করা বৈধ নয়, কেননা এতে অনেক অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয় ।
- এক ঋণের সহিত অন্য ঋনকে একত্রিত করার ব্যবসা বৈধ নয় উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এক ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি ছাগল ঋণ দিলেন,নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করতে না পেরে ঋণ গ্রহিতা বলল যে, আমার নিকট তিন শত টাকায় ছাগলটি বিক্রি করে দাও আমি অমুক সময় পয়সা পরিশোধ করবো, একেই বলা হয়,এক ঋণের সহিত অন্য ঋণ একত্রিত করে ব্যবসা করা । (এরূপ ঋণ বৈধ নয়)
- নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারো নিকট কোন কিছু বিক্রি করে পুনরায় বিক্রিত বস্তুটি তার নিকট থেকে কম দামে ক্রয় করা বৈধ নয় ।
- ব্যবসায় কোন ধরনের ধোকা দেওয়া বৈধ নয় ।

- সুদ হারাম এবং যা বর্তমানে ব্যাংকের ফায়দা নামে পরিচিত তাও সুদের অর্ন্তভূক্ত । অনুরূপ সুদ ভিক্তিক পয়সা খাটানো বৈধ নয় ।
- ব্যবসায়িক বীমা করা হারাম । যেমন, গাড়ী বীমা, বাড়ী বীমা, জীবন বীমা ইত্যাদি ।
- জুমার নামাযের আযানের সময় ক্রয় বিক্রয় করা বৈধ নয় ।
- মুদ্রা বিনিময়ের সময় উভয় পক্ষকে এক সাথে তা গ্রহণ করতে হবে । আর যদি গ্রহণের পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায় তা হলে তাদের বিনিময় বাতিল বলে গণ্য হবে ।

২. বিবাহ ঃ

বিবাহ ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যে বিবাহের ক্ষমতা রাখে এবং বিবাহ না করলে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে । অন্যথায় বিবাহ করা সুন্নাত ।

বিবাহ সহীহ হওয়ার আরকান সমূহ ঃ-

১. ওয়ালী ঃ ওয়ালী হচ্ছে, মেয়ের পিতা বা অসিয়ত কৃত ব্যক্তি যা রক্তের সম্পর্কের নিকটতম ব্যক্তি ।

২. দুই জন সাক্ষী ঃ যারা আক্বদ এর সময় উপস্থিত থাকবে এবং বিবাহের সাক্ষী হবে তাদেরকে নিষ্ঠাবান হতে হবে ।

৩. আকদের বাক্য ঃ যা সমাজের মানুষের নিকট পরিচিত এবং যার মাধ্যমে বৈবাহিক সুত্র স্থাপিত হয় এবং স্বামী স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক গড়ে উঠে যেমন, মেয়ের অভিভাবক বলবে, আমি আমার অধিনস্তাকে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম এবং স্বামী বলবে,আমি কবুল করলাম ।

৪. মহর ঃ মহর হচ্ছে মেয়েরা বিবাহের সময় স্বামীর নিকট থেকে যা নিয়ে থাকে । আল্লাহ তায়ালা বলেন ,

{وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}

অর্থাৎ,"তোমরা মেয়েদেরকে সতস্ফুর্ত ভাবে তাদের মহর দিয়ে দাও, তারা যদি সন্তষ্ট চিত্তে তা থেকে কিয়দংশ ছেড়ে দেয় তা স্বচ্ছন্দে তা ভোগ কর "। (সূরা আননিসা ৪)

- মেয়েদের অপছন্দনীয় ব্যক্তির সাথে জোর করে বিবাহ দেওয়া বৈধ নয় এবং বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের অনুমতি নিতে হবে ।
- এক মুসলিম ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্য প্রস্তাব দেওয়া বৈধ নয়, তবে যদি সে ভাই প্রস্তাব তুলে নেয় তা হলে বৈধ হবে ।

- প্রস্তাবের পর বিবাহের আক্বদ না হওয়া পর্যন্ত ঐ মেয়ের সাথে নির্জনে অবস্থান করা বা তাকে নিয়ে একাকী ঘুরতে যাওয়া বৈধ নয় ।
- বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহের পয়গাম দেওয়া বৈধ নয় ।

ইদ্দতের সময় সীমা ঃ-

- বিধবা মহিলা চার মাস দশ দিন এবং তালাক প্রাপ্তা মহিলা তিন ঋতু ইদ্দত পালন করবে । আর যদি ঋতু বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে সে তিন মাস ইদ্দত পালন করবে ।
- চারের অধিক বিবাহ করা বৈধ নয় ।
- স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের খরচ বহন করা স্বামীর উপর ওয়াজিব ।
- কোন অমুসলিম কোন অবস্থাতেই মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে না ।
- মুসলমানগন কিতাবিয়া (ইয়াহুদ- নাছারা) দের মেয়ে বিবাহ করতে পারবে । কিন্তু উত্তম হল মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করা ।

৩. তালাক ঃ

- স্বামী যদি কোন ক্রমেই স্ত্রীর সাথে বসবাস করতে না পারে এবং স্বামীর জীবন অতিষ্টিত হয়ে পড়ে তা হলে সে তার স্ত্রীকে এই কথা বলে তালাক দিবে যে, আমি তোমাকে তালাক দিলাম ।
- স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিতে পারবে,আর যদি এক তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় তাহলে পরবর্তীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক দিতে পারবে । যদি তিন তালাক পূর্ণ হওয়ার পর আবার সেই স্ত্রীকে নিতে চায় তাহলে যতক্ষন না ঐ স্ত্রী অন্যের সাথে বিবাহের পর তালাক প্রাপ্তা না হয় ততক্ষন পর্যন্ত তার (প্রথম স্বামীর জন্য) সে স্ত্রী বৈধ হবে না ।
- স্ত্রীর যদি স্বামীর সাথে বসবাস করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে তা হলে সে তার স্বামীর নিকট তালাক চাইতে পারবে ।

যে সকল মেয়েদের সাথে বিবাহ হারাম ঃ –

ইসলামী শরীয়তে যে সকল মেয়েদের সাথে বিবাহ হারাম তারা তিন শ্রেণীর ।

প্রথম শ্রেণী ঃ রক্তের সম্পর্কীয় মহিলাগন। তারা আবার সাত প্রকার ।

মা, বোন, কন্যা, ভাগীনি, ভাতীজি, ফুফু, খালা ।

দ্বিতীয় শ্রেনী ঃ- দুধ পান করানোর কারনে । তারা ও সাত প্রকার । যথা, দুধমাতা,দুধ বোন,দুধ কন্যা , দুধ ভাগীনি, দুধ ভাতীজি, দুধ ফুফু ও দুধ খালা ।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে, তারা চার প্রকার ।

১. পিতার স্ত্রী অর্থাৎ, সৎমা ।
২. পুত্রবধু, পৌত্র বধু (নাতি বৌ) অনুরূপ ভাবে যতই নিম্নে যাক ।
৩. শাশুড়ী, নানী শাশুড়ী ও দাদী শাশুড়ী যতই উর্ধে যাক
৪. সহবাসকৃত স্ত্রীর কন্যাসমূহ যতই নিচে নামুক না কেন ।
৫. স্ত্রী ও তার বোন, স্ত্রী ও তার খালা, স্ত্রী ও তার ফুপুকে বৈবাহিক বন্ধনে একত্রিত করা হারাম ।
৬. অন্যের স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম তবে তালাক প্রাপ্তা হলে কিংবা স্বামী মারা গেলে এ মহিলাকে বিবাহ করা যেতে পারে ।

খাদ্য ও পানিয়

খাদ্য ও পানীয় বস্তু প্রকৃত পক্ষে হালাল, তবে ইসলাম যা পানাহার করতে বারন করেছে,তা হারাম ।

নিম্নে কয়েকটি হারাম খাদ্য বস্তর উল্লেখ করা হলো ।

১. নেশা জাতিয় যাবতীয় বস্তু।
২. অপবিত্র বস্তু ভক্ষন করা ।
৩. শূকরের গোস্ত ।
৪. পোষা গাধা ও খচ্চরের গোস্ত ।
৫. নখদার জন্ত ও নখদার পাখির গোস্ত ।
৬. মৃত জীবের গোস্ত ভক্ষন করা হারাম ।

হারাম কাজসমূহ ঃ

১. ব্যভিচার করা বা যিনা করা ।
২. পুরুষে পুরুষে যৌন মিলন বা বলাৎকার । (সমকামিতা)
৩. অন্যায় ভাবে অত্যাচার করা ও কোন মুসলিমের কষ্টের কারন হওয়া ।
৪. অন্যায় ভাবে কোন জীবনকে হত্যা করা (নিজের জীবন বা অন্যের জীবন)
৫. পর্দাহীন ভাবে চলাফেরা করা । (মেয়েদের সৌন্দর্য প্রদর্শনী, মুখমন্ডল উম্মুক্ত রাখা সৌন্দর্য প্রকাশের বড় মাধ্যম)
৬. সুদ খাওয়া ।

৭. পিতামাতার নাফারমানী করা ।
৮. মুসলিম মহিলাকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ।
৯. পুরুষের জন্য স্বর্ন ও রেশম ব্যবহার করা ।
১০. স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা ।
১১. জুয়া খেলা ।
১২. বিশ্বাস ঘাতকতা করা । (খেয়ানত করা)
১৩. মিথ্যা কথা বলা ।
১৪. চুরি করা, ঘুষ দেওয়া ও খাওয়া ।
১৫. আত্বীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ।

و الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام علـــى خـــاتم الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين .

সমাপ্ত

تم بعون الله وتوفيقه ترجمة وإصدار هذا الكتاب
بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحـي الروضـــة

تحت إشـراف وزارة الشـؤون الإسـلاميـة والأوقـاف
والدعوة والإرشاد

الرياض ١١٦٤٢ ص.ب ٨٧٢٩٩
هاتف ٤٩٢٢٤٢٢ فاكس ٤٩٧٠٥٦١

يسمح بطبع هذا الكتاب وإصدارتنا الأخرى بشرط
عدم التصرف في أي شيء ما عدا الغلاف الخارجي .

حقوق الطبع ميسره لكل مسلم

دليل المسلم

بقلم :

الشيخ عبد الكريم بن عبد المجيد الديوان

ترجمه إلى اللغة البنغالية

قسم توعية الجاليات بالمكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد بحي الروضة

راجعه : أبو سلمان ، محمد مطيع الإسلام

المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات بحي الروضة ، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد

ص ب : ٨٧٢٩٩ الرياض ١١٦٤٢

تلفون : ٤٩٢٢٤٢٢ فاكس : ٤٩٧٠٥٦١

দালিলুল মুসলিম

محتوى الكتاب :

أقسام التوحيد، بيان عن الصلاة بالتفصيل.

أحكام الصيام، أحكام الزكاة بالتفصيل.

বইয়ের ভেতরে যা রয়েছেঃ

"তাওহীদের প্রকারভেদ, নামাযের বিস্তারিত বর্ণনা,
রোযার আলোচনা, যাকাতের উপর বিস্তারিত বর্ণনা"

طبع على نفقة
فاطمة صالح عبدالله السوية
الله لها ولوالديها ولجميع المسلمين

ردمك: ٥-٣-٩٢٥٩-٩٩٦٠

بعة النرجس، ت: ٢٣١٩١٥٣، ف: ٢٣١٦٨٦٦

المكتب التعاوني للدعوة بالروضة

اتف : ٤٤٩٢٧٢٧ عشرة خطوط - فاكس : ٤٤٠١١٧٤

م حساب الكتب والزكاة: ٢٠٤٦٠٨٠١٠١٠٩٠٩٢، التبرعات : ٢٠٤٦٠٨٠١٠١٠٩٠٨٤

حساب الوقف : ٢٩٦٦٠٨٠١٠١٣٣٠٠٠ بمصرف الراجحي